যুগান্তর

তারিখ : 14 FEB 2008
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮

ছাত্র হলকে ছাত্রী হলে রূপান্তরের প্রতিবাদে বাকৃবিতে বিক্ষোভ ভাংচুর

ময়মনসিংহ ব্যুরো

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ছাত্রীদের আবাসন সংকট দূর করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঈশা খাঁ হলের পশ্চিম ভবন ছাত্রীদের জন্য বরাদ্দ দেয়ার খবরে বুধবার ওই হলের বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা হলটির প্রভোস্ট ও হাউস টিউটরের কক্ষসহ ৬টি কক্ষ ভাংচুর করে। এসময় হল ছাত্ররা প্রশাসনের সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে লাঠিসোটাসহ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

শিক্ষার্থীরা জানায়, গত শনিবার সন্ধ্যায় প্রভোস্ট কাউন্সিলের ৪৮তম বিশেষ সভায় ঈশা খাঁ হলের পশ্চিম ভবনকে ছাত্রীদের আবাসনের জন্য ভবনটির ১২০ জন আবাসিক ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর ৮টি ছাত্রাবাসে স্থানান্তরের সুপারিশ করা হয়। পরে হলটির পূর্ব ভবনের বাকি ৯৬ জন আবাসিক ছাত্রকেও পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ছাত্রাবাসে স্থানান্তর করার সুপারিশ করা হয়। ওই বৈঠকের সুপারিশ সিন্ডিকেটে পাস হলে ওই ভবনটি চূড়ান্তভাবে ছাত্রীদের জন্য বরাদ্দ দেয়ার কথা। কিন্তু কে বা কারা গোপন বৈঠকের সুপারিশনামার একটি কপি বুধবার হলের নোটিশ বোর্ডে ঝুলিয়ে দেয় এবং হলছাত্ররা তা দেখে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। ছাত্ররা নোটিশের ওপর 'চক্রান্ত রুখে দাঁড়াও, রক্ত দিব তবু হল দিব না' স্লোগান লিখে রাখে। দুপুর ১২টায় ক্লাস শেষে হলে ফিরে ছাত্ররা জড়ো হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। এক পর্যায়ে ছাত্ররা লাঠিসোটা নিয়ে হলের প্রভোস্টের কক্ষ, হাউস টিউটরের ২টি কক্ষ, সেকশন অফিসের ২টি কক্ষ ও অতিথি কক্ষের দরজায় ভাংচুর চালায়। এর মধ্যে ছাত্ররা তালা ভেঙে হল প্রভোস্টের কক্ষের আসবাবপত্র তছনছ করে এবং কম্পিউটার ভাংচুর করে। পরে ছাত্ররা লাঠিসোটা নিয়ে রাস্তায় নেমে আসে। বেলা ১টায় ঈশা খাঁ হলের প্রভোস্ট, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও সহকারী প্রক্টর ও পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের শান্ত করার চেষ্টা করে। ছাত্ররা তখন হল প্রভোস্টকে দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে আবারও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বেলা দেড়টায় হলের একদল ছাত্র প্রতিনিধি সুপারিশনামা বাতিলের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করে। স্মারকলিপিতে ছাত্ররা বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার মধ্যে বিষয়টি সমাধানের সময়সীমা বেঁধে দেয়। ছাত্ররা উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে দাবি মানা না হলে কঠোর আন্দোলনে যাওয়ার ঘোষণা দেয়। এ নিয়ে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করছে। ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।